R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd. No. – WB/MSD – 4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকমকে ছাপা পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা - স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪ পরগণা

৭১শ বর্ষ
৫ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৩০শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৯১ সাল
১৩ই জুন ১৯৮৪ সাল

নগদ মুল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২টাঃ, সডাক ১৪টাঃ

সি পি এ-মে বিরোধ 'বিদ্রোহী'র কাছে দলীয় প্রার্থীর হার

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : সি পি এমের মধ্যেকার বিরোধের পুনরায় বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বহরমপুরে মুরশিদাবাদ সেনট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা নির্বাচনে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ওই নির্বাচনে সি পি এমের অফিসিয়াল প্রার্থী সব্যসাচী সিংহকে পরাজিত করে সি পি এমের বিদ্রোহী প্রার্থী সাজাহান আলি জেলা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ভোটের ব্যবধান ৬—৫। একই ভাবে ভাইস চেয়ারম্যান পদেও আর এস পি'র আদ্যনাথ প্রামানিক কংগ্রেসের ইয়ামিন আলির কাছে হেরেছেন এই নাটকীয় নির্বাচনে বিদ্রোহী সি পি এম প্রার্থীকে সমর্থন করেছেন কংগ্রেস এবং ফ্রন্টের অন্যতম শরিক ফঃ ব্লক। ১২ সদস্যের ওই ডাইরেকটরেট বোর্ডে বামফ্রন্টের সদস্য সংখ্যা ৯। অন্যদিকে কংগ্রেসী সদস্য রয়েছেন ৩ জন। নির্বাচনের দিন আর এস পি'র অন্যতম সদস্য এম এল এ শিষ মহম্মদ অনুপস্থিত থাকায় এই নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান শ্রীআলি ব্যাঙ্কের বিগত বোর্ডেরও চেয়ারম্যান ছিলেন। অবশ্য ওই বিগত নির্বাচনে সি পি এমের অফিসিয়াল প্রার্থী হিসেবেই তিনি জয়ী হন। বর্তমান অবস্থায় তাঁর বিরুদ্ধে দলগত পর্যায়ে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এখনও নেওয়া হয় নি। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার সি পি এমের মধ্যেকার অন্তর্বিরোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটল। গত ৯ আগষ্ট জঙ্গিপুর কলেজেও সভাপতি নির্বাচনে এক সি পি এম প্রার্থীর কাছে ওই দলেরই সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদিন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। তখনও রাজনৈতিক মহলে এ নিয়ে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। হালে অনুষ্ঠিত সেনট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের নির্বাচন নিয়েও জেলার রাজনীতিতে চমকের সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচনের দিন সকাল পর্যন্ত এর আঁচ পাননি কেউই। পরবর্তীতে এ নিয়ে নানা জিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছে। অনেকেই নির্বাচনের দিন শিষ মহম্মদের অনুপস্থিতিকে রহস্যজনক বলে মনে করছেন।

ভাঙনের মুখে রঘুনাথগঞ্জ শহর

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ শহরের বাজার পাড়ার বরদাঘাট হতে গাড়ীঘাটের উত্তরাংশ পর্য্যন্ত প্রচণ্ড গঙ্গা ভাঙন চলছে। অল্প কিছু দিনের মধ্যে এ অঞ্চলের অনেক জায়গা গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। তীরভূমিতে বড় বড় ফাটল ধরছে এবং তা ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে। এবার যেভাবে ভাঙন বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে ঐ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে প্রচণ্ড উদ্বেগ এবং আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। যথাসময়ে ভাঙনরোধের যদি কোন ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তবে বাজারপাড়ার বরদাঘাট হতে শুরু করে গাড়ীঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল অল্প সময়ের মধ্যে গঙ্গায় নেমে যাবে। গঙ্গার তীর হতে লোকালয় এবং ঘর বাড়ীর দূরত্ব মাত্র একশো গজেরও নীচে। উল্লেখ করা যেতে পারে দু'বছর আগে গাড়ীঘাটের কিছুটা অংশ বোল্ডার দিয়ে বাঁধানো হয়েছিল। সেই বাঁধানো অংশের পর হতে উত্তর দিক বরাবর এখন নিত্য ভাঙন কবলিত। (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মদের ঘাঁটিতে দারোগার বেলেল্লাপনা

রঘুনাথগঞ্জ : এই শহরের গাড়ীঘাট এলাকায় বে-আইনী ভাবে গজিয়ে ওঠা একটি মদের ঘাঁটি নিয়ে ওই এলাকার বাসিন্দারা অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। বাসিন্দারা ওই ঘাঁটিতে স্থানীয় থানার এক দারোগার প্রায়শঃই যাতায়াত ও বেলেল্লাপনারও অভিযোগ এনেছেন। ওই ঘাঁটিটি আদপে একটি চায়ের দোকান সেখানে জুয়া এবং দেহপসারিণীদের আনাগোনাও পরিবেশ ক্রমশঃ বিষিয়ে তুলছে। বাসিন্দারা ঘটনাটির প্রতি জেলার পুলিশ সুপার দুলাল বিশ্বাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

স্বেচ্ছাশ্রমে বাঁধ দিলেন গ্রামবাসীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সরকারী ঔদাসিন্যে অতীষ্ঠ গ্রামবাসীরা অবশেষে সব সমস্যার সমাধান করে নিলেন কাবিলপুর গ্রামের বালাগাছি দামোশ বিলের ডুগরী নালায় বাঁধ দিয়ে। ফরাক্কা চালু হওয়ার পর ওই এলাকার হাজার হাজার ধানী জমি জলে ডুবে যায়। পারাপারেও অসুবিধে দেখা দেয়। পঞ্চায়েত ও ব্লক অফিসে বার বার জানিয়েও ডুগরী নালায় বাঁধ দেওয়া সম্ভব হয়নি। অবশেষে আবুল কাশেম বিশ্বাসের নেতৃত্বে কাবিলপুর ও পাটকেলডাঙ্গার মানুষ নালাটি স্বেচ্ছাশ্রমে মাটি ভরাট করে বাঁধিয়ে নিয়েছেন, এরফলে আসন্ন বর্ষায় এক দুঃসহ অবস্থা থেকে রেহাই পাবেন গ্রামবাসীরা। জলে ডোবা জমিগুলিও জেগে উঠবে।

বিপদজনক পোল বাসিন্দারা আতঙ্কিত

রঘুনাথগঞ্জ : পৌরসভার স্থানীয় কমিশনার পরমেশ পাণ্ডে জানালেন, ফাঁসিতলার মালপাড়া অঞ্চলের দরিদ্র অধিবাসীরা বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়ে বিভীষিকা ও আতঙ্কের মধ্যে বাস করছে। এই অঞ্চলের তিনটি কাঠের

৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৯১ সাল।

॥ খেয়ালী প্রকৃতি ॥

পূর্বে কালবৈশাখীর একটি প্রাধান্য ছিল। বাংলার ঋতুচক্রে প্রাক্-বর্ষায় ইহার আবির্ভাব হইত। সে ছিল বর্ষার অগ্রদূত। পল্লীগৃহস্থেরা ধানের মরশুম অন্তে শীতের শেষে অথবা বসন্তের মধ্যেই ঘরের চালগুলির আমূল সংস্কার করিতেন, নূতন খড়ে ঘর ছাওয়া হইত। কম সঙ্গতি যাঁহাদের, তাঁহারা ঘরের চাল সম্পূর্ণ নির্মাণ করিতে না পারিলে মেরামত সংস্কারাদি করিয়া লইতেন। উদ্দেশ্য এই যে, কালবৈশাখীর প্রমত্ত তাণ্ডবে বাসগৃহের যেন ক্ষতি না হয়। কিন্তু ঝড়-বিদ্যুৎ-বজ্র-বৃষ্টি জন-জীবনকে কতই না বিপর্যস্ত করিয়া থাকে। তবু 'হোক সে ভীষণ ভয় ভুলে যাই অদ্ভুত উল্লাসে'। কালবৈশাখী একান্ত অভিপ্রেত।

কিন্তু আজকাল আর বাংলার ঋতুচক্রের আবর্তনে সময়োপযোগী সে বৈশিষ্ট্য আর পরিদৃষ্ট হয় না। বর্ষার আগমন অনিয়মিত ও অনিশ্চয়তায় পূর্ণ। শরতের প্রাকৃতিক সম্ভার বর্ষাধারায় ক্লেদাক্ত হইয়া পড়ে। আবার কখনও গ্রীষ্মে হিমাক্ত আবহাওয়া, কখনও বা প্রচণ্ড দাবদাহ। আবহমণ্ডলের এই খেয়ালীপনা প্রায় প্রতি বৎসর পরিদৃষ্ট হইতেছে।

বর্ত্তমান বৎসরের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ কাটিয়া গেল। কালবৈশাখী স্পষ্টতই অনুপস্থিত ছিল। কিছু সময় শৈত্যভাবের মধ্য দিয়া কাটিয়াছে। সঠিক সময়ের পূর্বেই আকাশ বর্ষার মেঘসম্ভার লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। দিন কয়েক পূর্বে ভালই বর্ষণ হইয়াছিল! আমন ধানের বীজ ফেলিবার জমি প্রস্তুত শুরু হইতেছিল। কিন্তু আকাশ বর্ষাগমের লক্ষণাক্রান্ত। ফলে এখন ধারাসার চলিলে বীজচারা প্রস্তুতিতে বিঘ্ন ঘটিবে। মেঘের জলসম্পদ অগ্রিম নিঃশেষিত হইলে প্রয়োজনের সময় হাহাকার পড়িবে। সুতরাং এখনই বর্ষা নামুক ইহা কাহারও অভিপ্রেত নহে।

প্রকৃতি কখন কোন্ খেয়ালে চলে, তাহা বলা শক্ত। তবে অনিয়মিত বর্ষা, উপযুক্ত গ্রীষ্মাভাব ইত্যাদি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের বৈলক্ষণ্যের জন্য অনেকেই মনে করেন যে, আজকাল বিজ্ঞানের নানা কাজে বায়ুমণ্ডল বহুভাবে উৎপীড়িত হইতেছে; তাই সময়মত সব কিছু হইতেছে না। সুতরাং প্রকৃতির অবদান যাহাতে সুনিয়মিত ও অব্যাহত থাকে, তাহার জন্যও বিজ্ঞানকে কাজে লাগাইতে হইবে।

দিন কয়েক ধরিয়া আকাশে মেঘের আনাগোনা এবং রিম-ঝিম বৃষ্টি যদি বর্ষার অকালবোধন হয়, তবে পূর্ণ বর্ষার সময় কী হইবে, তাহা বিশেষজ্ঞেরাই বলিতে পারেন।

॥ ভিন্ন চোখে ॥

জ্যৈষ্ঠ মাসে এবার প্রকৃতিলোক—জীবলোক তীব্র দাবদাহে, অগ্নিবর্ষী বাতাসে ছিল সন্ত্রস্থ। নদী-খাল-বিল-মাঠ-প্রান্তর গাছ-গাছালি হয়ে উঠেছিল শীর্ণ বিবর্ণ। মেঘ যেন নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিল। অনাবৃষ্টির আকাশ থেকে ঝরে পড়ছিল আগুন। দিগন্তজোড়া মাঠ জ্বলে পুড়ে ফুটিফাটা। সেই লক্ষ ফাটল দিয়ে ধরিত্রীর বুকের রক্ত নিরন্তর ধোঁয়া হয়ে উড়ে চলেছিল। অগ্নি-শিখার মত তাদের সর্পিল ঊর্ধ্বগতি। চেয়ে থাকলে মাথা ঝিম ঝিম করে—যেন নেশা লাগে; সত্যি কি আগুনঝরা দিন! দিনে রাত্রে দুঃসহ গরম। আকাশ অগ্নিগর্ভ। বাতাসে শীতলতার অভাব। গ্রামে গঞ্জে জলের হাহাকার দারুণ অগ্নিবাণের সুযোগ নিয়ে জীবলোকে প্রবেশ করেছিল 'আন্ত্রিক'। মন্ত্রের মত নিঃশব্দে কাজ করেছে।

জ্যৈষ্ঠের অগ্নিজাল থেকে আত্মপ্রকাশ করছে বর্ষা। মেঘের পরে মেঘ জমেছে। আকাশ 'পরে সুধায় ভরে আষাঢ় মেঘের ফাঁক। বাঁধন হারা বৃষ্টিধারা ঝরছে। জামের বনে আমের বনে তার রব নাচন লাগে পাতায় পাতায় আকুল কল্লোলে। পুলকভরা ডালে পাতায় সাধ জাগে উড়ে যাওয়ার। বাদল ছোঁওয়া লেগে মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি সবুজ মেঘে মেঘে।

প্রকৃতি লোকে—জীবলোকে এনেছে স্বস্তি আষাঢ় ছাড়া পেতে চলেছে। ছাড়া পেয়ে মাঠের শেষে শ্যামল বেশে এসে দাঁড়াবে। মাঠে মাঠে দেখা দেবে সবুজের সমারোহ। কচি সবুজ ধানক্ষেত। উতলা বাতাস। রিম ঝিম্ বৃষ্টিধারা।

মণি সেন

জঙ্গিপুরের সাহিত্যচর্চা

মিহির মণ্ডল

জঙ্গিপুরের সাহিত্যচর্চা আজ মৃতপ্রায়। অথচ একদিন জঙ্গিপুরের সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করা যেত। দাদাঠাকুর, বিষ্ণু সরস্বতী—এঁদের সমকালটা ছিল জঙ্গিপুরে সাহিত্যচর্চার স্বর্ণযুগ। তাঁদের প্রগতিশীল ধ্যান ধারণার মধ্য থেকেই জন্ম নিয়েছিল জঙ্গিপুরে সুস্থ সাহিত্য চিন্তা। সেই চিন্তা ভাবনায় ক্রমান্বয়ে প্রভাবিত হয়েছিল সমস্ত বাংলাদেশ। তারপর বর্তমান কাল অবধি সামগ্রিক ভাবে সাহিত্যচর্চার তেমন কোন প্রসার ঘটেনি। পরবর্ত্তীকালে সত্যেন্দ্রনাথ বড়াল, যতীন্দ্রনাথ মজুমদার, পুষ্পিতানাথ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায়, অবনী রায়, বরুণ রায়, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই কিছুটা সাহিত্যের প্রসার ঘটিয়েছেন মহকুমায়। তবে নিজস্ব সীমানা অতিক্রম করে তাঁরা কোনো কমন প্লাটফর্ম গড়ে তুলতে পারেন নি। ভবিষ্যতের জন্য তাঁরা যদি কোন চিন্তা ভাবনা করতেন তাহলে মহকুমার সাহিত্যচর্চা এভাবে মৃত্যুর দিকে চলে পড়তো না।

এই দুর্দিনে সম্প্রতি একটি দুটি করে জন্ম নিচ্ছে নুতন ভাবনায় পুষ্ট কিছু সাহিত্য সংকলন। কিন্তু বেশির ভাগ সম্পাদকের অভিযোগ যুবকদের নিকট থেকে তেমন কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। হয়ত দীর্ঘদিনের চর্চার অভাবের ফলেই এরকম হচ্ছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আবার দেখা যায়, লিটল ম্যাগাজিন অর্থের অভাবে মারা যায়। কিন্তু অনখের সম্পাদক মনে করেন, ইচ্ছা থাকলে একাই বা দুজনে একটা পত্রিকা চালানো যায়। কিন্তু এই মহকুমায় ভালো কলমের অনটনের ফলেই সাহিত্য পত্রিকাগুলো মার খাচ্ছে। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতায়

(শেষ তৃতীয় পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুরের সাহিত্যচর্চা

২য় পৃষ্ঠার জের

আরো বলেন, অনখের জন্য লেখা মিলছে প্রচুর কিন্তু তা গুণগত বিচারে পাতে দেওয়ার যোগ্য নয়। তাঁর বক্তব্যের শেষেরটুকু অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু লিটল ম্যাগাজিনের সংস্পর্শে যাঁরা আছেন তাঁরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবেন লিটল ম্যাগাজিন চালানো কতটা কষ্টকর। বড় বড় ইন্টালেক-চুয়ালদের চাইতে লিটল ম্যাগাজিনের ক্ষুদে কবি সাহিত্যিকরা কোন অংশে কম যান না। এঁরা মনে করেন নিজেদের লেখাটা প্রকাশ পেলেই পত্রিকা স্বার্থকতা পেল। এবং পত্রিকার কাজও শেষ সেই সঙ্গে। কিন্তু পত্রিকা প্রকাশের পরবর্তী কাজ এবং পরের সংখ্যাটা কিভাবে বেরোবে তা তাঁরা চিন্তা ভাবনা করেন না। যে সংখ্যায় নিজের লেখা আছে সেই সংখ্যার দু চার কপি তারা নেন। যে সংখ্যায় নিজের লেখা নেই সে সংখ্যাটা তাঁরা স্পর্শ করেও দেখেন না। আবার এরাই চায়ের আড্ডায় ঝড় তুলে বলেন অমুক পত্রিকা আমাদের নজর দিচ্ছে না। এই রকম মানসিকতার ফলে বর্তমানে মহকুমার সাহিত্য পত্রিকাগুলো মার খাচ্ছে।

এরই মাঝে এই সব সমস্যা ও পরিস্থিতি অনুভব করে কেউ কেউ হয়ত ভালো লিখছেন কিন্তু তথাকথিত গোষ্ঠীবাদের ফলে ভালো কলম পেপার ওয়েটের তলায় চাপা পড়ে থাকছে। ক্রমশঃ তাঁরা নির্জীব হয়ে যাচ্ছেন। জঙ্গিপুরের এই মৃত্যুপ্রায় সাহিত্যচর্চাকে প্রাণ দিতে গেলে নূতুন মুখদের সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে আসতে হবে। অন্তত জেলার বহরমপুর বা কান্দী যেভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে, তাতে হাত গুটিয়ে বসে থাকা আজ আর উচিত এখানে।

—০—

বিজ্ঞপ্তি

অতি উত্তম অবস্থায় নূতন বডি ও পারমেনেন্ট পারমিট সহ উপযুক্ত মুল্যে মুর্শিদাবাদের শ্রেষ্ঠ বাস রুটগুলি শীঘ্রই বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ করিবার স্থান শ্রীপ্রভাতেন্দু বাগচী 'মালতীকুঞ্জ' ১৫নং শ্রীবনবিহারী সেন রোড, পোঃ বহরমপুর জেলা মুর্শিদাবাদ, ফোন—বহরমপুর—৬৮৯ পিন—৭৪২১০১

দেখা করিবার সময়—সকাল ৭টা হইতে ১০টা, বৈকাল—৩টা হইতে ৫টা।

১) রঘুনাথগঞ্জ হইতে মুরারই ভায়া মিত্রপুর—আন্তঃ জেলা WGQ 910

২) বহরমপুর হইতে মুরারই ভায়া রঘুনাথগঞ্জ—আন্তঃ জেলা WGQ 1194

৩) বহরমপুর হইতে রঘুনাথগঞ্জ ডবল ট্রিপ WGQ 937

৪) বহরমপুর—গাঁথলাঘাট—জঙ্গিপুর WGQ 962

শারীরিক অসুস্থতা ও দেখাশুনার অসুবিধার জন্য এই বিক্রয় পরিকল্পনা।

Government of West Bengal
Office of the Settlement Officer,
Murshidabad—Birbhum

Tender Notice

Sealed tenders are invited by the undersigned for supply of forms. Details of Tender notice and the specimen copies of the forms may be seen at Nezarat Section of the Settlement Offic, Murshidabat—Birbhum at Berhampore between 11 A.M. to 4 P. M, on working days

1, Printing of all forms will be made in white paper and weight of 89 Kgs. invariably.

2, Rate per thousand/Per ten thousand/Per lakh copies of forms should be quoted separately, Rates should be quoted including cost of paper and all taxes & also delivery of forms to the office of the undersigned, Tender notice with date shall be quoted in the tender. The undersigned does not bind himself to-accept the lowest tender and he shall have the right to reject any tender in whole or part without assigning any reason therefore,

3, Successful tenderers shall be duly informed in due course, On receiving the said information the successful tenderers shall have to deposit in treasury challan or N, S, C, 10% of tha total price of the forms to be supplied as security deposit to this office within 7 (seven) days from the date of information,

4, Treasury Challan showing deposit at Murshidabad Treasury a sum of Rs, 200/- (Rupees two hundred only) under the head "843 CD Revenue Deposit" or Bank-draft as earnest mony in favour of the undersigned is to be enclosed along with the tender,

5, Delivery of 25% of the forms shall have to be completed within 7 (seven) days and the rest within 15 (fifteen) days from the date of issue of final order otherwise the undersigned shall have the right to refuse payment for any part of supply though made by the scheduled date and security money shall be forfeitted as per terms and conditions of the agreement.

6. Every tender should accompany attested copies of valid certificates showing uptodate clearance of income tax and sales tax,

7, Tender shall be received upto 1 P, M, of 29, 6, 84 and shall be opened on the same date at 2 P. M, in presence of the tenderers of their representatives if any, The rates approved shall remain valid upto 31, 3, 85 or any earlier date as the authority thinks fit and proper,

Sd/- A, K, Ganai. 24, 5, 84
Settlement Officer,
Murshidabad – Birbhum.

(Published by District Information Officer, Murshidabad)

ভাঙ্গনের মুখে রঘুনাথগঞ্জ শহর

প্রথম পাতার জের

শোনা গিয়েছিল এই বাকী অংশও বাঁধানো হবে। কিন্তু দু'বছর অতিক্রান্ত হলো কোন ব্যবস্থা হলো না। এ অংশের বসবাসকারী সাধারণ মধ্যবর্তী বা নিম্ন মধ্যবর্তী মানুষ তাঁদের অতিকষ্টে নির্মিত বাড়ী ঘরের বিপন্ন অস্তিত্বের কথা ভেবে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। জনগণের দাবী গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ কর্তৃপক্ষ সরজমিনে তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে ভাঙনের মুখ হতে এ অঞ্চলকে রক্ষা করবেন।

বিপদজনক পোল

প্রথম পাতার জের

পোল প্রায় একবৎসর যাবৎ বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। খুঁটিগুলির মাথা এমনভাবে ক্ষয় হয়ে গেছে যে, যে কোন মুহূর্তে ওগুলি ভেঙ্গে পড়ে এই অঞ্চলের বস্তি বাড়ীগুলিতে অগ্ন্যুৎপাত ও জীবনহানি ঘটাতে পারে। পৌর কমিশনার পৌরসভার পক্ষ হতে এ ব্যাপারে বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তাঁরা খুব শীঘ্র ব্যবস্থা নেবেন জানান। সেই অনুযায়ী তিনটি সিমেন্টের খুঁটিও মালপাড়ায় পৌঁছায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ঐ খুঁটিগুলি সেই অবস্থায় আজও পড়ে আছে। কিছু দিন পূর্বে ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে পৌরপিতা স্বয়ং বিদ্যুৎ বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা দশ দিনের মধ্যে খুঁটিগুলি স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তিন মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কোন কর্ম্মচাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে না। আসন্ন বর্ষায় পোলগুলি ভেঙ্গে পড়ে যেকোন মুহূর্তে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিভাগের অবহেলা সেক্ষেত্রে জনহানি ও সম্পত্তিহানির জন্য দায়ী হবেন না কি? এ দুর্ঘটনা রোধে জনসাধারণের পক্ষ থেকে আমরা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং

প্রোঃ রতনলাল জৈন

পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেন্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন

একমাত্র পরিবেশক: —

এম এল. মুদ্রা

পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ

(বন্ধু সমিতি ক্লাবের পার্শ্বে)

হেড অফিস সাহেববাজার জঙ্গিপুর

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

কাঁকুড়িয়া মৌজার অন্তর্গত চকমিলান বাড়ী, জমি, পুকুর বিশেষ সুবিধা দরে সত্বর বিক্রয় হইবে। কারখানা বা প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

যোগাযোগের ঠিকানা:

শ্রীঅনিল কুমার চৌধুরী

দরবেশপাড়া, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

পুরোনো র‍্যাক ও শো-কেস (ফার্ণিচার) বিক্রয় আছে।

সত্বর যোগাযোগ করুন

অনুরূপা প্রেস

সদরঘাট: রঘুনাথগঞ্জ

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের জন্য সৌখিন স্টিল ফার্ণিচার

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টিল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টিল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

ফোন— ১১৫

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড

মিয়াপুর ● ঘোড়শালা ● মুর্শিদাবাদ

কম্যুর কাণ্ড তাড়ির নেশায়

সাগরদীঘি: সম্প্রতি বালাগাছির কয়েকজন বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমর্থক চালতাপাড়ায় তাড়ি খেতে এসে নেশায় বুঁদ হয়ে হামলা চালালে গ্রামের লোকজন তাদের তাড়িয়ে দেয়। বদলা নেওয়ার জন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে আসে। আসার সময় নিজের হাতে বোমা ফেলে একজন নেশাখোর জখম হলে গ্রামবাসীরা আবার তাদের তাড়ি দেয়। আহত নেশাখোরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।